দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 29 MAR 1995 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩ ...

১৩

যশোর বোর্ড রেজিস্ট্রেশন কেলেঙ্কারি

মূল্যবান কাগজপত্র অপসারণ

যশোর ব্যুরো ঃ নজীরবিহীন রেজিস্ট্রেশন কেলেংকারির মুখে বুধবার যশোর শিক্ষা বোর্ডের বোর্ড কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। শিক্ষা বোর্ডের দুর্নীতিপরায়ণ-কর্মচারীরা রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত মূল্যবান খাতাপত্র সরিয়ে ফেলেছেন বলে অভিযোগ। এ কারণে যে ১২ হাজার পরীক্ষার্থীর এসএসসি রেজিস্ট্রেশন ভুয়া বলে বুয়েট কম্পিউটার থেকে ফেরত এসেছে, তা যথাযথভাবে যাচাই করা সম্ভব হচ্ছে না। উল্লেখ্য, ১৯৯৫ সালের এসএসসি পরীক্ষার পরীক্ষার্থীদের মধ্যে অন্তত ৪০ হাজার জন ভুয়া বলে অভিযোগ। এদের মধ্যে এ পর্যন্ত ৮ হাজার পরীক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হয়েছে।

বিশ্বস্তসূত্র জানায় ঃ বোর্ড কমিটির সভায় রেজিস্ট্রেশন কেলেংকারীর বিষয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হবে। তারা চিহ্নিত করবেন এর সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গকে। অন্যদিকে শিক্ষা বোর্ডেরই নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন কর্মকর্তা বলেন, তদন্ত কমিটি গঠিত হওয়া এবং তার রিপোর্ট পেশ সময়সাপেক্ষ। কিন্তু ইতিমধ্যে রেজিস্ট্রেশন শাখার যে সব কর্মকর্তা-কর্মচারী দুর্নীতিতে যুক্ত তাদের পরিচয় জানা গেছে। ফলে, তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেয়া যায় সহজেই। দুর্নীতিপরায়ণ চক্র তদন্ত কমিটির উপর সব কিছু

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

মূল্যবান কাগজপত্র অপসারণ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

চাপিয়ে সময় ক্ষেপণ করতে চায় বলেও তাদের অভিযোগ।

বুয়েট কম্পিউটারে প্রসেসকালে ধরা পড়ে ১২ হাজার পরীক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত তথ্য ভুয়া। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের স্বাক্ষর জাল। এগুলি শিক্ষা বোর্ডে ফেরত পাঠানো হয়। এই তথ্য যাচাই-এর জন্য রেজিস্ট্রেশন শাখার যেসব রেজিস্টার প্রয়োজন তা সরবরাহ করা হচ্ছে না। দায়িত্বশীল সূত্র জানায় এ কারণে ভুয়া পরীক্ষার্থীকে বাছাই ছাড়াই পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ দেয়া হচ্ছে। যারা রেজিস্টার সরিয়ে ফেলেছেন তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়নি। অভিযোগ উঠেছে দুর্নীতিপরায়ণ চক্র এ জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করছে। শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যান ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কেন ও ব্যাপারে কঠোর হতে পারছেন না এটা অনেকের প্রশ্ন। যদিও তারা বার বার বলছেন— কেলেংকারিতে যুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী অবশ্যই সাজা পাবে।